তারিখ 17 MAY 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সংবাদ

বই কেনায় ঘাপলা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের (সরকারি-বেসরকারি) আওতায় প্রায় সাড়ে ৯ কোটি টাকার বই ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ক্ষমতাসীন দল সমর্থক এক শ্রেণীর অখ্যাত লেখক, প্রকাশক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন বিষয়ে বই সরবরাহের নামে স্বাভাবিক মুনাফার বাইরেও অতিরিক্ত কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। এর ফলে একদিকে যেমন সরকারের বই ক্রয় ও বিতরণ সংক্রান্ত সৎ উদ্দেশ্য বিতর্কিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে প্রকৃত প্রকাশকরাও এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গত বছরের মতো এবারও দেশের বিভিন্ন হাইস্কুলের লাইব্রেরিতে প্রদানের জন্য একটি বিশেষ তালিকা থেকে প্রায় ৫ লাখ বই কেনার উদ্যোগ নিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। উন্মুক্ত টেন্ডারের মাধ্যমে তালিকাভুক্ত ২শ' বইয়ের প্রতিটি ২ হাজার ৩শ' ১৭ কপি করে ৪ লাখ ৬৩ হাজার বই কেনার কথা। এ বই সংগ্রহের জন্য ইতোমধ্যে শিক্ষা ভবনে সিডিউল বিক্রি শুরু হয়েছে। জানা গেছে, বই বাছাইয়ের জন্য একটি কমিটির মাধ্যমে ২শ' বইয়ের যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে, তা নিয়ে লেখকদের অনেকেই ক্ষুব্ধ। এ তালিকায় অখ্যাত শিক্ষকদের বইয়ের নাম পয়সার বিনিময়ে ঢোকানো হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে প্রকৃত পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের অনেকে হয়েছেন উপেক্ষিত। রেফারেন্স বই ক্যাটাগরিতে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর লিখিত ও সম্পাদিত ডজনখানেক বই স্থান দেয়া হলেও বাংলা ও বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্বনামখ্যাত লেখকদের বই তালিকাভুক্ত করা হয়নি। এ তালিকায় বিএনপি নেতা এবং দিনকাল ও ইনকিলাবের লেখকদের প্রাধান্য দেখা গেছে। যথা প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব মারুফ কামাল খান সোহেল, সহকারী প্রেস সচিব আশিক ইসলাম, দিনকালের সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম কাগজী, মেহেদী হাসান পলাশকে স্থান দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দীন, হুমায়ূন আহমদ, আলাউদ্দিন আল আজাদের মতো খ্যাতিমান কবি ও লেখকের কোন বই তালিকাভুক্ত করা হয়নি। এমনকি ক্ষমতাসীন ঘরানার অনেক প্রখ্যাত লেখক-সাংবাদিকের বইও এ তালিকায় স্থান পায়নি। ফলে জাতীয়তাবাদী মহলেও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

উল্লিখিত প্রকল্পের বই নির্বাচনে আরও নানা ঘাপলার কথা শোনা যাচ্ছে। জাতীয় টেক্সট বুক বোর্ড প্রকাশিত ১৬টি স্কুল পাঠ্যবই এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রকল্পের টাকায় এ বই কিনে স্কুল লাইব্রেরিতে পাঠানোর কারণটিও স্পষ্ট নয়। কারণ ছাত্রদের কাছে এই বইগুলো এমনিতেই রয়েছে। মূলত এক শ্রেণীর অখ্যাত লেখক, প্রকাশক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্য উল্লিখিত প্রকল্পের বই নির্বাচনে কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। এ চক্রটিই বই বাছাই থেকে শুরু করে যাবতীয় প্রক্রিয়ায় নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বইয়ের দাম বেশি ধরে উচ্চমূল্যে এ বই সরবরাহের চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

মাধ্যমিক প্রকল্পের বই কেনা নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি মহল অনিয়ম-দুর্নীতির একটি ধারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রবণতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমরা চাই অবিলম্বে এ তালিকা বাদ দিয়ে নতুনভাবে তালিকা প্রস্তুত করা হোক। রাজনৈতিক বিবেচনায় নয়, উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং মানসম্মত বই তালিকাভুক্ত করা হোক। এ প্রকল্পের আওতায় বই কেনার বিষয়টি যেন 'বানরের পিঠা ভাগ' প্রক্রিয়া হয়ে না দাঁড়ায়, তা নিশ্চিত করা উচিত।